গল্প

স্মরণজিৎ চক্রবর্তী

বীজ

আবছা অন্ধকারের ভিতরেও সে ঠিক খুঁজে পেল প্লাস্টিকের ছোট চৌকো বাক্সটা। উপরের ঢাকনা খুলে ভিতর থেকে বের করল ছোট্ট শিশি। ইনহেলার। তারপর ঢাকনা খুলে ইনহেলারের নজলটার ভিতর ঢুকিয়ে দিল একটা সিরিঞ্জের সূচ। আলতো চাপ। ভিতরের তরল ওষুধে ধীরে-ধীরে মিশে গেল বর্ণহীন আর-একটা তরল।

স্টাডিতে

রাতের খাওয়ার পরে একটা কফি খান বরুণ। তবে আজ ভাল লাগছে না। শ্বাসের টানটা বেড়েছে। স্টাডির চেয়ারটায় বসে সামনের দেওয়ালের দিকে তাকালেন উনি। এই দেওয়ালটা দেখতে খুব ভাল লাগে ওঁর। সারা পৃথিবী থেকে সংগ্রহ করে আনা নানা পোর্ট্রেট সামনের দেওয়ালটা জুড়ে ঝোলানো। মোট পঁয়তাল্লিশটা।

ছবিগুলোর দিকে তাকিয়ে নিজের মনেই হাসলেন বরুণ। তারপর বাকি ঘরটায় একবার চোখ বোলালেন। নাঃ, আর উপদ্রব হয়নি। তবে হতে কতক্ষণ! সারা ঘরে ছড়িয়ে আছে নানা অ্যান্টিক। খুবই মূল্যবান তবে, বরুণ জানেন, গত সপ্তাহে মাঝরাতে যে বা যারা এসে তাঁর ঘর লন্ডভন্ড করেছিল, তারা এসব কিছু নিতে আসেনি। তারা নিতে এসেছিল বরুণের সংগ্রহের শ্রেষ্ঠ জিনিসটি। কিন্তু সেটা কেউ খুঁজে পাবে না। একমাত্র বরুণ জানেন, সেটা কোথায় আছে!

দরজা খুলে চেরিয়ান ঢুকল। ছেলেটাকে খুব ভালবাসেন বরুণ। ছেলেবেলায় কেরল থেকে নিয়ে এসেছিলেন ওকে। নিজের ছেলে বিরসার চেয়ে

www.monersathe.com

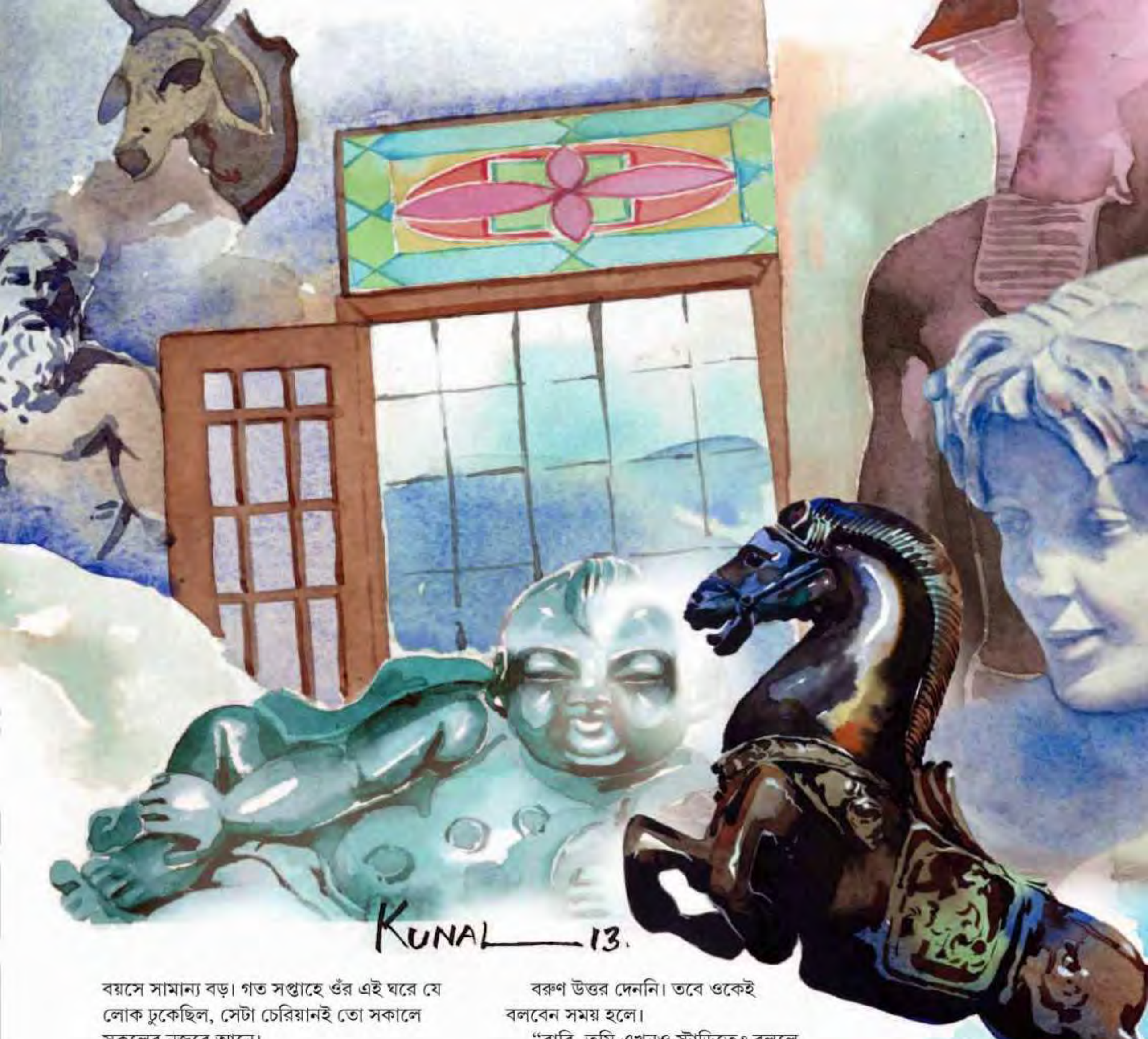

বয়সে সামান্য বড়। গত সপ্তাহে ওঁর এই ঘরে যে লোক ঢুকেছিল, সেটা চেরিয়ানই তো সকালে সকলের নজরে আনে।

বরুণ এটার ভয়ই পেয়ে এসেছেন চিরকাল। এবার বোধ হয় তাঁর আশঙ্কাই সত্যি হল! এখন একটাই ভয়। কোনও কারণে যদি মারা যান বরুণ, তবে জিনিসটার যে কী হবে! বিরসাকে ওটার কথা বলে লাভ নেই। জানলে বেচে খেয়ে নেবে। শেয়ার মার্কেট আর রেস ছেলেটার সর্বনাশ করে দিল! তাই কাউকে বললে সেটা চেরিয়ানকেই বলে যাবেন। ও-ই এর প্রকৃত মর্যাদা দেবে। চেরিয়ানকে বলবেন, ওঁর মৃত্যুর পর জিনিসটা যেন মিউজ়িয়ামে দিয়ে দেয়। আসলে চেরিয়ান ভয় পায়। বলে, "কী এমন জিনিস, যার জন্য চোর এসেছিল?"

বরুণ উত্তর দেননি। তবে ওকেই বলবেন সময় হলে।

"বাবি, তুমি এখনও স্টাডিতে? বললে শরীর খারাপ? ইনহেলারটা তো নিলে না? নিয়ে নাও। ঠান্ডা পড়ছে। কষ্ট বাড়বে যে!"

বরুণ হেসে ইনহেলারটা হাতে নিলেন। বললেন, "কিছু হবে না আমার।"

"সে আমায় ভাবতে দাও," চেরিয়ান বলল, "গত সপ্তাহে ওই চোরের উৎপাতের পর থেকেই তোমার শরীরটা ঠিক যাচ্ছে না। বলি কী, এত দামি জিনিস বাড়িতে রেখো না।"

বরুণ বললেন, "সারা পৃথিবীতে ঘুরে এসব সংগ্রহ করেছি। মায়া

www.monersathe.com

জানিস কত?"

"কিন্তু চোর তো কিছু নেয়নি!"

বরুণ হাসলেন, "খুঁজে পেলে তো নেবে।"

"কী খুঁজতে এসেছিল?"

বরুণ হাসলেন। বললেন, "আর রাত করিস না। শুয়ে পড়। হোমার খেয়েছে?"

চেরিয়ান হাসল, বলল, "হ্যাঁ, সকলে খেয়েছে। এবার তুমিও শুয়ে পড়ো। আজ কাজ করতে হবে না। কেমন?"

চেরিয়ান চলে গেল। বরুণ নিজের মনে হেসে ইনহেলারের ঢাকনাটা খুললেন।

বিকেল চারটে

বরুণেন্দ্র রায় একজন বিখ্যাত পুরাতাত্ত্বিক। বহু বছর পৃথিবীর বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিতে গেস্ট লেকচারার হয়ে পড়িয়েছেন। তবে শেষ পাঁচ বছর খুব একটা বেরোতেন না বাড়ি থেকে। পড়াবার সূত্রেই সারা পৃথিবীতে ঘুরেছেন মানুষটি। আর নানা জায়গা থেক সংগ্রহ করে

চেয়ারের বসার জায়গায় মাথা হেলিয়ে মাটিতে বসে আছেন বরুণ। গায়ের চাদর লুটোচ্ছে। একটা হাতে ধরা পেনসিল।

এনেছেন অজস্র আর্টিফ্যাক্ট।

তবে ইতালির ফ্লোরেন্সে একবার খুব বিপদে পড়েছিলেন বরুণ। ইতালিয়ান মবের কুনজরে পড়ে প্রায় মারাই পড়তে বসেছিলেন। শেষে অনেক কষ্ট ফাদার ফ্রান্সিস বলে একজন পাদ্রির সাহায্যে তিনি ইতালি ছেড়ে অস্ট্রিয়া হয়ে দেশে ফেরেন।

কিন্তু কেন ইতালিয়ান মব তাঁকে মারতে চেয়েছিল, সেটা সবিস্তারে লেখা নেই তাঁর ডায়েরিতে। শুধু লেখা আছে 'পৃথিবীর ইতিহাসে পুরুষসিংহ বলতে তো একজনই। সেটা ১৪৭৬-৭৮। তাঁর উদ্ধার করা জিনিস আমার কাছে। তা সবাই দেখবে, কিন্তু আসলে কেউ তা দেখতে পাবে না। সত্যি দেখবে শুধু একজন!'

হোমার দীর্ঘশ্বাস ফেলে বাইরের দিকে তাকাল। দূরে পাহাড়ের মাথা দেখা যাচ্ছে। বাইরের বড় বাগানটায় সূর্যের যাই-যাই আলো। সাতদিন হল এখানে এসেছে ও। কিন্তু এর বেশি কিছু এখনও পায়নি।

কলকাতায় 'পোয়ারো' বলে একটা ডিটেকটিভ এজেন্সিতে চাকরি করে হোমার। কেমিস্ট্রিতে অনার্স করে বাড়িতে বসেছিল ও। বাবার বন্ধু প্রতাপকাকু পুলিশের বড় পোস্টে আছেন। তিনিই এই এজেন্সিতে ঢুকিয়ে দিয়েছেন ওকে। এটা ওর প্রথম অ্যাসাইনমেন্ট।

বরুণবাবু প্রতাপকাকুকেই বলেছিলেন ওঁর সমস্যার কথা। বলেছিলেন, "সম্প্রতি বাড়িতে একটা চুরির অ্যাটেম্পট হয়ে গিয়েছে। হেল্প চাই। কিন্তু পুলিশ এলে জানাজানি হয়ে যাবে।"

তখন প্রতাপকাকুই পোয়ারোতে বলে হোমারকে পাঠিয়েছেন এখানে।

পোয়ারোর বস হামিদ আহমেদ। আগে পুলিশে ছিলেন, এখন রিটায়ার্ড। খুব ভাল মানুষ। হোমার একটু দ্বিধা করছিল। কিন্তু হামিদ ভরসা দিয়েছেন। বলেছেন, "তেমন তো কিছু করতে হবে না। শুধু চোখ-কান খোলা রাখাই কাজ।"

এ বাড়িতে এসে দু'দিনেই হোমার বুঝেছে যে, চেরিয়ান আর বরুণবাবু, সেক্রেটারি অজয় দাশ ছাড়া বাড়ির কাজের লোকজন বা ছেলে বিরসা কেউই খুব একটা বরুণবাবুর কাছে ঘেঁষে না। বুঝেছে মানুষ হিসেবেও বরুণবাবু মিশুকে নন একদম।

এই ক'দিনে হোমার শুধু ঘুরেছে এখানে-ওখানে। চেরিয়ানের সঙ্গে গল্প করেছে। ওর বাগান করা দেখেছে। আসলে কী করতে যে এখানে এসেছে, সেটা ঠিক বোঝেনি! কিন্তু আজ পরিস্থিতি অন্য রকম!

ডায়েরির দিকে আবার তাকাল হোমার। সকালে স্টাডি থেকে নিয়ে এসেছে এটা। পুলিশ এটাকে আমল দেয়নি। ডায়েরিটা খাপছাড়া ভাবে লেখা। কিন্তু এটা থেকে কি সকালে যা হল, তার কিছু কিনারা করা যাবে?

দশ ঘণ্টা আগে, সকাল ছ'টা

দরজাটা অল্প ফাঁক করা। দেখে এগিয়ে গেল চেরিয়ান। সকালে ঘুম থেকে উঠে ও একবার ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে নিজের বাগানটা দেখে। সেদিকেই যাচ্ছিল। কিন্তু করিডরের অন্য দিকে স্টাডির দরজাটা আলতো খোলা রেখে এগিয়ে গেল চেরিয়ান। লকটা কাজ করছে না ভাল। দরজা লাগালেও খুলে যায়। ঘরে সেই চুরি করার চেষ্টার পর থেকে লকটা গিয়েছে। কিন্তু বরুণ কেন যে এটাকে সারাবার ব্যবস্থা করছেন না!

চেরিয়ান এগিয়ে গিয়ে দরজার নবটা ধরে বন্ধ করতে গেল। কিন্তু করল না। ওটা কী? ফাঁক দিয়ে চাদর দেখা যাচ্ছে একটা। নীল রঙের চাদর। ওটা গায়ে দিয়েই তো বরুণ রাতে স্টাডিতে বসেছিলেন।

চেরিয়ান দরজাটা খুলে একটু ভিতরে গিয়েই থমকে গেল! এ কী!

চেয়ারের বসার জায়গায় মাথা হেলিয়ে মাটিতে বসে আছেন বরুণ। গায়ের চাদর লুটোচ্ছে। একটা হাতে ধরা পেনসিল। চোখ অর্ধেক বোজা। দেখেই বোঝা যাচ্ছে, মানুষটা আর বেঁচে নেই!

নোট

ছোট একটা নোট পাওয়া গিয়েছে বরুণবাবুর মৃতদেহের সামনে। তাতে লেখা, 'চেরিয়ান চে...'

আজ সকালে পুলিশ এসে ধরে নিয়ে গিয়েছে চেরিয়ানকে। মৃত্যুর চারদিনের মাথায়। কারণ, যেটাকে প্রাথমিক ভাবে হার্ট অ্যাটাক মনে হয়েছিল সেটা আসলে খুন। বিষপ্রয়োগে হত্যা করা হয়েছে বরুণবাবুকে। আর তাই পুলিশ স্বাভাবিক ভাবেই ধরে নিয়েছে যে, ওই নোটটা আসলে বরুণবাবু লিখে গিয়েছেন হত্যাকারী কে, সেটা জানানোর জন্য। তবে পুলিশ এও বলে গিয়েছে, এখনই যেন কেউ এই বাড়ি ছেড়ে না যায়।

হোমার বুঝতে পারছে না ও কী করবে? প্রতাপকাকুর সাহায্য নিয়ে কি পুলিশকে নিজের আসল পরিচয় দিয়ে বেরিয়ে যাবে এখান থেকে, নাকি থেকে যাবে।

হোমার ভাবল, একবার আহমেদস্যারকে ফোন করে জিজ্ঞেস করবে। ওর মোবাইলটা লিভিংরুমে চার্জে বসানো

www.monersathe.com

আছে। হোমার বারান্দা থেকে ঘরের ভিতরে ঢুকল। আর ঢুকেই স্টাডির দিক থেকে একটা চিৎকার শুনল। বিরসার গলা। কী হল আবার? হোমার এগিয়ে গেল ওইদিকে।

স্টাডির সামনে দরজা আগলে দাঁড়িয়ে আছে অজয়। আর বিরসা চিৎকার করছে সেই জন্য।

ব্যাপারটা বুঝতে একটু সময় লাগল হোমারের।

ও শুনল অজয় বলছে, "আমি আপনাকে স্টাডিতে ঢুকতে দিতে পারি না। স্যার একদম আপনাকে স্টাডিতে ঢুকতে দিতে চাইতেন না। তাই আমিও সেটা অ্যালাও করব না।"

বিরসা বলল, "তুই কে অ্যালাও করার? বাবা আমার না তোর? সরে যা, সরে যা..."

অজয় শান্ত গলায় বলল, "কয়েকদিন পরে স্যারের উইল পড়া হবে। সেখানে আপনার যদি এর উপর অধিকার থাকে, তবে আপনি ঢুকবেন। তার আগে নয়।"

"তবে রে, কোন ঘরে ঢুকব সেটা উইলে লেখা থাকবে?" বিরসা মারতে গেল এবার।

"কী করছেন?" হোমার না বলে থাকতে পারল না। বয়সে বিরসার চেয়ে বেশ কিছুটা বড় অজয়। তাও বিরসা এমন আচরণ করছে দেখে নিজেকে আটকাতে পারল না হোমার।

বিরসা পিছিয়ে গেল হোমারকে দেখে। তারপর অজয়কে বলল, "তোর কী করি দেখবি!"

অজয় মানুষটা ভাল। বিশ্বাসী। বরুণবাবু খুব ভরসা করতেন। ভালওবাসতেন। হোমারের ভাল লাগে মানুষটাকে। ডায়াবেটিসের রোগী অজয়। ইনসুলিন ইনজেকশন নিতে হয় রোজ। তবে কাজে কোনওরকম ফাঁকি বা গাফিলতি ছিল না। বরং খুব খুঁতখুঁতে মানুষ অজয়। সব একদম গুছিয়ে, লিখে কাজ করে। বিরসা চলে যেতে অজয় হাসল হোমারের দিকে তাকিয়ে। কৃতজ্ঞতার হাসি।

হোমার এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, "চেরিয়ানের সম্বন্ধে আপনি কিছু জানেন? আমি তো ভাবতেই পারছি না চেরিয়ান এমন করেছে!"

অজয় ঢোক গিলল একটু। তারপর এদিক-ওদিক তাকিয়ে নিচুগলায় বলল, "স্যারের মৃত্যুর তিনদিন আগে রাতে খাওয়ার ঘরে বিরসার সঙ্গে খুব ঝগড়া হয় স্যারের। ওই টাকা আর উইল নিয়ে। আর..."

"আর?"

অজয় ঠোঁট চাটল। আবার দেখল এদিক-ওদিক। তারপর বলল, "ইতালিতে স্যারের কিছু গন্ডগোলের কথা বলছিল বিরসা। বলছিল কারা যেন এসেছে কলকাতায় স্যারকে খুঁজতে। স্যার বিরসার কথা না শুনলে..."

অজয় অর্থপূর্ণ ভাবে তাকাল হোমারের দিকে। তারপর চলে গেল।

হোমার ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে রইল অজয়ের চলে যাওয়ার দিকে। বুঝতে পারল না কেন হঠাৎ অজয় এসব বলতে গেল ওকে।

ও পিছন ফিরে লিভিংরুমের দিকে এগোতে গিয়েও থমকে দাঁড়াল। দেখল পাশের বারান্দা থেকে অজয়ের চলে যাওয়ার দিকে ঠান্ডা চোখে তাকিয়ে আছে বিরসা। হোমার বুঝল দৃষ্টিটা মোটেই বন্ধুত্বপূর্ণ নয়।

ডায়াবিটিস

রাইসিন? বিষ? অজয়ের অবাক লেগেছে খুব। এতেই মারা গিয়েছেন বরুণস্যার? পুলিশ এসেছিল বিকেলবেলায়। এসে এটুকু বলে গিয়েছে। স্যারের দাহপর্ব মিটে গিয়েছে। বিরাসই সব করেছে। চেরিয়ানের অনুরোধে লক-আপ থেকে ওকেও নিয়ে আসা হয়েছিল শ্মশানে।

খুব খারাপ লাগছে অজয়ের। রাইসিন! এর নাম তো জন্মে শোনেনি ও! কে মারল ওকে? চেরিয়ান? এটা হতে পারে? ইনহেলারের মধ্যে নাকি বিষ মেশানো ছিল। আর তাতে চেরিয়ানের হাতের ছাপ পাওয়া গিয়েছে। আরে, সেটাই তো স্বাভাবিক। চেরিয়ানই তো বরুণস্যারকে সব এগিয়ে দিত। বিরসা তো নামেই ছেলে। আসলে ছেলের সব কাজ করত তো চেরিয়ান! কিন্তু এই নোটটা? অজয় মাথা নাড়ল নিজের মনে।

রাতের খাওয়া শেষ হয়ে গিয়েছে। তার আগে ইনসুলিন নিতে হয়েছে অজয়কে। ও কবে কোন ওষুধে নেবে, সব প্যাকেটের গায়ে লিখে রেখে গুছিয়ে রাখে। এ রোগটা বড্ড বাজে!

ঘড়ি দেখল অজয়। বিরসা ইতিমধ্যে বলে দিয়েছে যে, অজয়কে আর কাজ করতে হবে না। তিনদিন পরে বরুণস্যারের উইল পড়া হবে। তারপর চলে যাবে ও। আবার নতুন করে কাজ খুঁজতে হবে।

পুলিশকে বিরসা জিজ্ঞেস করেছিল, স্টাডিটা ও দেখতে পারে কিনা। পুলিশ সম্মতি দিয়েছে।

তখন থেকে এখন পর্যন্ত গোটা লাইব্রেরিটা তন্নতন্ন করে খুঁজেছে বিরসা। কী খুঁজছে সেটা অবশ্য ওর নিজেরই ধারণা নেই!

অজয় জানে, স্যারের কাছে বহুমূল্য কিছু জিনিস আছে। কিন্তু সেটা কী ও জানে না। এমনকী, জানার আগ্রহও নেই!

বিরসা বেরোবার পরে হোমার ঢুকেছে স্টাডিতে। বইপত্তর নেড়েচেড়ে দেখছে ছেলেটা।

ঠান্ডাটা ভালই পড়েছে। বিছানায় উঠে কম্বলটা টেনে নিল অজয়। হাত বাড়িয়ে বেডসাইড ল্যাম্প বন্ধ করতে গিয়ে দেখল একটু দূরের টেবিলে পড়ে রয়েছে ইনসুলিনের ফাঁকা ভায়ালটা। ভাবল, আবার উঠে ওটাকে ওয়েস্ট বিনে ফেলবে? ধুর, তার চেয়ে কাল সকালেই ফেলে দেবে না হয়!

ল্যাম্পটা নিভিয়ে শুয়ে পড়ল অজয়।

সেই সময়, স্টাডিতে

এক দেওয়াল ছবির সামনে দাঁড়াল হোমার। এমন অদ্ভুত ছবির দেওয়াল কোনওদিন দ্যাখেনি ও। এই দেওয়ালের সোজাসুজি বরুণবাবুর ডেস্ক রাখা। বাঁ দিকে রংবেরঙের কাচ লাগানো জানলা। পিছনের দিকে বড়-ছোট বইয়ের আলমারি। কী আছে এই ঘরে?

হোমারের মনে পড়ে গেল ডায়েরিতে পড়া লাইনগুলো, কেন ইতালিয়ান মব তাঁকে মারতে চেয়েছিল, সেটা সবিস্তারে লেখা নেই তাঁর ডায়েরিতে। শুধু লেখা আছে 'পৃথিবীর ইতিহাসে পুরুষসিংহ বলতে তো একজনই। ১৪৭৬-৭৮। তাঁর উদ্ধার করা জিনিস আমার কাছে। তা সকলে দেখবে, কিন্তু আসলে কেউ তা দেখতে পাবে না। সত্যি দেখবে শুধু একজন।' কী মানে এর?

ঘরের এদিক-ওদিক তাকাল হোমার। বিরসা এসে সবটা ঘেঁটে গিয়েছে। হাসি পেল ওর। আসলে বিরসা কি জানে ও কী

www.monersathe.com

খুঁজছে? আচ্ছা, কেন এতদিন পরে চোর এল স্টাডিতে? কেন বিরসা এমন করে কিছু খুঁজছে? তবে কি অতীত তাড়া করছে এখনও? তাই কি বরুণবাবু নিজের জীবনের প্রতি আশঙ্কা করেই ডেকে এনেছিলেন ওকে?

রাইসিন বিষ দিয়ে মারা হয়েছে বরুণবাবুকে। মারাত্মক বিষ এই রাইসিন। খুব সামান্য পরিমাণে ব্যবহার করেই মারা যায় মানুষকে। কিন্তু খাওয়ার মধ্যে মেশালে এটা তেমন কাজ করে না। এটাকে শ্বাসের মধ্যে দিয়ে বা ইনজেকশন দিয়ে শরীরে ঢোকালে ভয়ঙ্কর ফল হয়।

বরুণবাবুর ক্ষেত্রে তাই করা হয়েছে। ইনহেলারের মাধ্যমে এটা শরীরে ঢোকানো হয়েছে। এই বিষটা সম্বন্ধে পড়েছে হোমার। বুলগেরিয়ার একজন লেখককে এই বিষ মেশানো ছোট্ট লোহার কুচি শরীরে ঢুকিয়ে মারা হয়েছিল। একটা বিশেষ ভাবে তৈরি করা ছাতা দিয়ে সেই লেখকের পায়ে খোঁচা দেওয়া হয়। আর তার মাধ্যমে শরীরে ইনজেক্ট করে দেওয়া হয় সেই বিষাক্ত লোহার কুচি।

রাইসিনের প্রয়োগে মৃত্যু দেখলে মনে হয় যেন হার্ট অ্যাটাক হয়েছে। আর বিষটা চট করে ধরাও পড়ে না। এমন একটা বিষ দিয়ে কেন মারা হল বরুণবাবুকে? তবে কি সেই ইতালির ঘটনাটাই এইসবের পিছনে দায়ী? কারণ, চেরিয়ান এটা করেছে ও মানতে পারছে না। ওই নোটটার নিশ্চয়ই অন্য মানে আছে!

ঘরের চারদিকে শেষবারের মতো চোখ বুলিয়ে নিল হোমার। কী আছে এখানে? ডায়েরির ওই 'সিংহ'টা তো বুঝতেই পারছে। সিংহ মানে লিও। আর সেটা মিলেও যাচ্ছে। ফ্লোরেন্সেই জীবনের অনেকটা সময় কাটিয়েছেন লিওনার্দো দি ভিঞ্চি। কিন্তু ১৪৭৬-৭৮ মানে? লিওনার্দোর সঙ্গে এর কী সম্পর্ক? তাঁর কী জিনিস সঙ্গে করে আনেন বরুণবাবু? কী জিনিস সকলে দেখলেও কেউ দেখতে পাবে না? শুধু একজন দেখবে? কে সেই জন?

ঘর থেকে বেরোবার আগে দেওয়ালের ছবিগুলোর দিকে তাকাল হোমার। সার দেওয়া সব মুখ। তাকিয়ে আছে। কী দেখছে এরা? কাকে দেখছে?

মুক্তি

বিকেলের দিকে চেরিয়ান এল বাড়িতে। হোমার দেখল, এই ক'দিনেই হাসিখুশি মানুষটা কেমন যেন বুড়ো হয়ে গিয়েছে। এমনিতে চেরিয়ানের বয়স বত্রিশ, কিন্তু এখন দেখলে মনে হচ্ছে পঁয়তাল্লিশ।

বাড়িতে এসে চেরিয়ান শুধু একবার অজয়ের ঘরটা দেখেছে। তারপর বলেছে, "আমায় ধরে পুলিশ নিশ্চিন্ত হয়ে বসে না থাকলে আজ অজয়দার এমন দশা হয় না!"

দিনতিনেক আগে, রাতে অজয়ই স্টাডিতে ঢুকতে দিয়েছিল হোমারকে। আর পরেরদিন সকালে অজয়কে ওর ঘরে মৃত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে!

পুলিশ আসতে সময় নিয়েছিল কুড়ি মিনিটের মতো। তার মধ্যে হোমার একবার দেখে নিয়েছিল ঘরটা। সব নিখুঁত করে সাজানো। শুধু টেবিলের উপরে পড়ে ছিল একটা ফাঁকা ইনসুলিনের প্লাস্টিকের ভায়াল।

আজ চেরিয়ানকে পুলিশ ছেড়ে দিয়েছে। অজয়কেও একই ভাবে রাইসিন দিয়ে মারা হয়েছে। ইনজেকশন দিয়ে যখন অজয় ইনসুলিন নিয়েছে, তখনই ওষুধে মেশানো রাইসিন ঢুকে গিয়েছে অজয়ের শরীরে। চেরিয়ান তো তখন পুলিশের কাছে ছিল। ও তবে খুন করল কী করে?

ওষুধের প্লাস্টিকের ভায়ালটায় পুলিশ অজয় ছাড়া আর কারও হাতের ছাপ পায়নি।

হোমার বুঝতে পারছে না, কী হচ্ছে এটা! বরুণবাবুকে খুনের মোটিভটা না হয় বুঝতে পারা গেল। মানুষটি এমন কিছু লুকিয়ে রেখেছিলেন, যা কাউকে জানতে দিতে চাইতেন না। আর স্টাডিতে বসে থাকতেন সবসময়। হয়তো এমন ব্যবস্থাও করে গিয়েছেন যাতে মৃত্যুর পর জিনিসটা মিউজ়িয়ামে চলে যায়। তাই তাঁকে সরিয়ে দিয়ে জিনিসটা খুঁজে হাত করার একটা চেষ্টা না হয় হতে পারে। কিন্তু অজয়কে কেন মারবে কেউ?

আর মারছেই বা কে? চেরিয়ান না বিরসা? এই দু'জন ছাড়া কাজের লোক আর পুলিশই তো বাড়িতে আসে। চেরিয়ানকে পুলিশ ছেড়ে দিয়েছে। তবে কি বিরসা?

বাগানের ভিতর দাঁড়িয়ে গাছগুলোর দিকে তাকাল হোমার। সমাধানের পথ কোথায়?

বাইরের গেটে শব্দ হল একটা। হোমার পিছন ফিরে তাকাল। বিরসা ঢুকল বাগানের গেট ঠেলে। কানে ধরে রয়েছে ফোন। তারপর কোনও দিকে না তাকিয়ে হন্তদন্ত হয়ে লন পেরিয়ে ঘরে ঢুকতে

www.monersathe.com

গেল। আর তখনই বিপদটা ঘটল।

লন থেকে দু' ধাপ সিঁড়ি উঠে বাড়িতে ঢোকার বারান্দা। সেখান থেকে বড় স্বচ্ছ কাচের দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকতে হয়। দরজাটার এক পাল্লা খোলা আর-এক পাল্লা বন্ধ ছিল। অন্যমনস্কতায় সেটা বুঝতে পারল না বিরসা। আর বন্ধ দরজাটা খোলা ভেবে ঢুকতে গিয়ে দড়াম করে ধাক্কা খেল। "ওরে বাবারে," বলে মার্বেলের মেঝেয় পড়ে গেল বিরসা। হাতের ফোনটা ছিটকে পড়ল বারান্দার পাশের ক্যাস্টর অয়েল গাছের গোড়ায়।

হোমার দৌড়ে গেল। ঝুঁকে পড়ে গাছের গোড়া থেকে ফোনটা তুলে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়েই থমকে গেল একদম। অন্ধকার ঘরে যেন আলো জ্বলে উঠল দপ করে! চোখ বড় করে ও একবার তাকাল গাছটার দিকে। তারপর দেখল কাচের দরজাটাকে। আর সময় নষ্ট না করে কোনওমতে বিরসার হাতে ফোনটা গুঁজে দিয়ে হোমার দৌড়ে গেল ঘরে!

সার্চ

আহমেদস্যারের সঙ্গে কথা বলে ফোনটা রাখল হোমার। কাল উইল পড়া হবে। তারপর বিকেলের ট্রেনে ওকে ফিরে যেতে হবে। কাল উইলের উপর অনেক কিছু নির্ভর করছে। বিরসা তো সারাদিন ফুঁসেছে আজ। নানা ইঙ্গিতে চেরিয়ানকে বলেছে যে, ঘর থেকে বের করে দেবে। চেরিয়ান কিছু বলেনি পালটা। কী বলবে? বিরসার সঙ্গে মুখ না লাগানোই ভাল।

পুলিশের থেকে আসার পরে খুব চুপচাপ হয়ে গিয়েছে চেরিয়ান। হোমারের সঙ্গেও কথা বলে না। আজ বিরসা যখন চিৎকার করছিল, হোমার নিজেই গিয়ে দাঁড়িয়েছিল চেরিয়ানের কাছে। বলেছিল, "বিরসাদার কথায় কান দিও না।"

চেরিয়ান কিছু না বলে দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিল শুধু।

হোমার আবার বলেছিল, "আর তো বাগানও করে না! একটু যেও, দেখো ভাল লাগবে।"

চেরিয়ান তাকিয়েছিল ওর দিকে। তারপর বলেছিল, "বাগান? নাঃ, ভাল লাগে না। কালকের পর আমি নিজেই চলে যাব। এ বাড়িতে কার জন্য থাকব আমি?"

টেবিলের ল্যাপটপটা খুলে তাতে ইন্টারনেট কানেক্ট করল হোমার। সার্চইঞ্জিনটা খুলে হাসল মনে-মনে। তারপর তাতে টাইপ করতে লাগল।

মুখগুলো

স্টাডির দরজাটা আলতো চাপে খুলে সে ঢুকে পড়ল ভিতরে। তারপর দরজা বন্ধ করে দিল। একটা ছোট্ট টর্চ জ্বালিয়ে আলো ফেলল ছবি ঝোলানো দেওয়ালে। সার দেওয়া মুখগুলো যেন তাকিয়ে রয়েছে তার দিকে। আলোর লাঠি, ছবি খুঁজতে-খুঁজতে স্থির হয়ে দাঁড়াল একটা মুখের উপর। সে হাসল। তারপর গিয়ে দাঁড়াল ছবির সামনে। আলোজ্বলা ছোট্ট টর্চটা ক্যানভাসের সঙ্গে নব্বই ডিগ্রি কোণ করে রাখল ছবিটার উপর। তারপর ছবিটার মানুষটি যেদিকে তাকিয়ে আছে সেই দিকে ধীরে-ধীরে আলো ঘোরাল সে।

বরুণের কাজের ডেস্কের পাশের জানলায় গিয়ে থামল আলোর রেখা। রংবেরঙের কাচের মাঝে লাগানো স্বচ্ছ কাচের টুকরোর উপর আলোর বৃত্ত স্পষ্ট হয়ে আছে। সে চট করে টর্চটা চেপে ধরল দাঁতের ফাঁকে। তারপর পকেট থেকে একটা ধারালো ছুরি বের করে কাঠের ফ্রেম খুঁড়ে বের করে আনল কাচটা। পকেটে ভরল।

কাজ সেরে সে পিছন ঘুরতে গেল, আর তখনই খুট শব্দে জ্বলে উঠল ঘরের আলো।

"একটুর জন্য। ইশ, একটুর জন্য তোমার প্ল্যানটা ভেস্তে গেল চেরিয়ান!"

কার্টেন

হোমার ঘরের কোনার আলমারি আর দেওয়ালের খাঁজ থেকে বেরিয়ে এল সামনে।

"ক-কী?" চেরিয়ান থতমত খেয়ে তাকিয়ে রইল।

"লিওনার্দোর কাচ," হাসল হোমার, "বরুণবাবুর ডায়েরি আমিই শুধু পড়িনি। তুমিও পড়েছ! 'সবাই দেখবে, কিন্তু আসলে কেউ তা দেখতে পাবে না। সত্যি দেখবে শুধু একজন!' বরুণবাবু ব্রিলিয়ান্ট মানুষ ছিলেন। ডায়েরিতে আসল জিনিসটার হদিশ খুব সুন্দর করে দিয়ে গিয়েছেন। সবাই তো রোজ কাচটাকে দ্যাখে, কিন্তু আসলে কেউ লক্ষ করেনি। সত্যি দেখবে শুধু একজন। বিকেলে বিরসাদার কাচ দেখতে না পেয়ে ধাক্কা

www.monersathe.com

খাওয়াটা আমার চোখ খুলে দেয়! এই ঘরের দেওয়ালের এই পঁয়তাল্লিশটা ছবির সব ক'টার চোখ ঘরের দরজার দিকে ঘোরানো। শুধু মাটি থেকে পাঁচ ফুট উচ্চতায় রাখা এই ছবিটার চোখ দুটো তাকিয়ে রয়েছে এই স্বচ্ছ কাচের দিকে। অর্থাৎ একজন শুধু দেখছে।"

চেরিয়ান বলল, " তাতে কী?"

"১৪৭৬-৭৮। এই সময়টার মধ্যে লিওনার্দোর কোনও খবর কেউ পায়নি। ইতিহাস থেকে মুছে গিয়েছে এই সময়টা। তবে সবটা যায়নি। প্রাচীন ইনকা লেখায় জানা যায় সেই সময়ে একজন মানুষ এসেছিলেন তাদের রাজ্যে। তাঁর গায়ের রং কটা। তিনি দারুণ ছবি আঁকেন। অস্ত্র তৈরি করতে পারেন। আর তিনি সমান দক্ষতায় দু'হাতে লিখে যেতে পারেন, তরোয়াল চালাতে পারেন! মনে রাখতে হবে ক্রিস্টোফার কলম্বাস এর বেশ কিছু বছর পরে বাহামাসে পা রাখেন।"

চেরিয়ান চোয়াল শক্ত করে বলল, "এতে কী প্রমাণ হয়? এসব লেকচার কেন?"

"কারণ, তোমায় আমি ধরে ফেলেছিলাম। ইনকাদের বর্ণনা করা সেই মানুষটি লিওনার্দো! আর কাচটা ইনকা ক্রিস্টাল। যা লিও নিয়ে এসেছিলেন নিজের সঙ্গে ফ্লোরেন্সে। বহুদিন এটার কথা কেউ জানত না। পরে বলা হয় এটা একটা মিথ। কিন্তু বরুণবাবু খুঁজে পেয়েছিলেন এটা। এখন বাজারে এর দাম এখন লক্ষ-লক্ষ ডলার! তাই লুকিয়ে রেখেছিলেন এমন ভাবে, যাতে তোমার মতো শয়তানদের হাতে এটা না পড়ে।"

চেরিয়ান বলল, "এমন জিনিস তো লুকিয়ে রাখা ক্রাইম। আমি চাই, সবাই দেখুক, চাই..."

"বাজে কথা," হোমার গলা কঠিন করল, "আহমেদস্যার খবর নিয়ে জানিয়েছেন, শেয়ার বাজারে তুমি প্রচুর টাকা হারিয়েছ। আর খারাপ লোকদের থেকে ধারও করেছ অনেক। সেটা না মেটালে তোমায় তারা ছিঁড়ে খাবে। আমি ভাবতে পারিনি, সেইজন্য তুমি খুন করবে বরুণবাবুকে।"

"খুন? আমি?" চেরিয়ান হাসল, "ডিটেকটিভ, এবার ফালতু হয়ে গেল না গপ্পোটা? পুলিশ কিন্তু আমায় ধরে নিয়ে গিয়েও ছেড়ে দিয়েছে। তুই কি তাদের ভুল বলতে চাস? আর ওই নোটটার কথা ভাবছিস?"

"রিসিনাস কম্মিউনিস!" হোমার তাকাল চেরিয়ানের দিকে, "মানে ক্যাস্টর অয়েল গাছ। তুমি বাগান করার নামে যে এই গাছটা যত্ন করো, তা কি আমি জানি না? এর বীজ, ক্যাস্টর বিন ঘষে ক্যাস্টর অয়েল তৈরি হয়। আর বাতিল করা পাল্প থেকে পাওয়া যায় রাইসিন! যা দিয়ে তুমি খুন করেছ বরুণবাবুকে। আর যা মিশিয়ে রেখেছিলে অজয়দার ওষুধেও! আর ওই নোটটার মানেও আন্দাজ করেছি। 'চেরিয়ান চে'। চে নয়, ওটা সম্ভবত 'চোখ' লিখতে গিয়েছিলেন উনি। মারা যাচ্ছেন বুঝে কী জিনিস কোথায় লুকনো, সেটা জানাতে গিয়েছিলেন তোমায়। কিন্তু শেষ করতে পারেননি। তার আগেই তোমার বিষে..."

"মিথ্যে কথা," চেরিয়ান গরগর করে উঠল, "আর অজয়কে মেরে আমার লাভ?"

হোমার বলল, "অজয়দা ওষুধের গায়ে তারিখ লিখে সাজিয়ে রাখত, কবে কোনটা ব্যবহার করবে সেই ভেবে। পুলিশ তোমায় অ্যারেস্ট করার আগে তুমি এমন তারিখের ওষুধে বিষ মিশিয়ে দিয়েছিলে, যাতে তোমার অবর্তমানে ও মারা যায়। আর পুলিশের তোমার উপর থেকে সন্দেহ চলে যায়। বরুণবাবুকে মেরে তুমি কাজ সারতে চেয়েছিলে। আর অজয়কে মেরে চেয়েছিলে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করতে। তোমার ঘর থেকে ক্যাস্টর বিনের পাল্প আমি পেয়েছি চেরিয়ান," বলেই হোমার হাত পাতল ওর সামনে।

চেরিয়ান যেন এই সুযোগেই ছিল। ও লাফিয়ে পড়ল হোমারের উপর। হোমার সরতে পারল না। চেরিয়ান শক্ত করে পেঁচিয়ে ধরল হোমারের গলা। বলল, "শয়তান, খুব বাড় বেড়েছিস না? আমার ঘরে ঢুকে এসব করেছিস? আজ তোকে..." চেরিয়ান পকেট থেকে একটা ইনজেকশনের সিরিঞ্জ বের করল এবার, "কৌতূহলী বিড়ালের কী হয় জানিস?"

হোমার দাঁত চেপে বলল, "না, তবে মানুষ বিড়াল নয়..." বলেই আচমকা মোচড় দিল চেরিয়ানের হাতটা। তারপর কাঁধের উপর থেকে আছাড় মেরে ফেলল সামনের মাটিতে। চিৎকার করে বলল, "অফিসার, আসুন এবার।"

চেরিয়ান অবাক হয়ে দেখল পুলিশের চারজনের সঙ্গে বিরসা দরজা ঠেলে ঢুকে এল ঘরে।

"থ্যাঙ্কস হোমার," ইনস্পেক্টর বললেন, "প্রতাপস্যারকে বলে দিও, আমরা ঠিক সময়ে এসে পড়েছি।"

হোমার বলল, "ওর হাতের থেকে সিরিঞ্জটা নিন। এটাই প্রমাণ। আসলে আমার হাতে ওর বিরুদ্ধে তেমন কিছু ছিল না। গোটাটাই গেস করেছিলাম। তাই ওকে এমন ভাবে হাতেনাতে ধরা ছাড়া উপায় ছিল না কিছুতেই!"

পুলিশের দু'জন চেরিয়ানকে ধরে হ্যান্ডকাফ পরিয়ে দিল। চেরিয়ান মাথা নিচু করে আছে।

বিরসা বলল, "কাল তো উইল পড়া হবে। বাবা তো ওকেও নিশ্চয়ই বেশ কিছু টাকা দিয়ে যাবেন। তা হলে এসব কেন?"

হোমার চেরিয়ানের পকেট থেকে বের করে নিল ক্রিস্টালটা। তারপর বলল, "এর দাম জানেন? ওই সময়ে এমন ক্রিস্টাল এল কী করে ইনকাদের কাছে? কেউ বলে ভিনগ্রহের প্রাণীরা এসেছিল পৃথিবীতে। তারা নানা রকম জিনিস ছড়িয়ে রেখে গিয়েছে। এমন ক্রিস্টালও নাকি সেই জিনিসের মধ্যে পড়ে। সেসব গল্প হলেও এর মূল্য কমে না। ইন্টারনেটে এর কথা জেনে আমি আহমেদস্যারকে বলেছিলাম। উনি আমায় এর সম্বন্ধে বিস্তারিত জানান।"

"এত দাম কেন এর?"

হাসল হোমার। তারপর পকেট থেকে একটা ছোট্ট টর্চের মতো জিনিস বের করে বলল, "এটা ব্ল্যাক লাইট। দ্যাখো।"

আলোটা জ্বালিয়ে ক্রিস্টালের কাছে ধরল হোমার। আর সবাই অবাক হয়ে দেখল, কাচের গায়ে ফুটে উঠেছে সূর্যের চিহ্ন! ইনকাদের আরাধ্য দেবতার ছবি!

বিরসা এগিয়ে এসে বলল, "থ্যাঙ্কস হোমার। দারুণ কাজ করেছ তুমি। এটা এবার দাও।"

হোমার সরিয়ে নিল হাতটা। তারপর হেসে বলল, "না, এটা জাতীয় সম্পত্তি। নিন ইন্সপেক্টর। সরকারের ঘরেই এটা জমা থাকুক।"

তারপর চেরিয়ানের দিকে তাকিয়ে বলল, "কৌতূহলী বিড়ালের কী হয় জানার চেয়ে লোভী তাঁতির কী হতে পারে, এবার সেটা জেলে বসে ভেবো বরং কেমন!"

ছবি: কুনাল বর্মণ

www.monersathe.com